DEPARTMENT OF BENGALI
BENGALI HONS

4th Semester

CC – IX

Sender – PRIYANKI GHOSH (DHAR CHOUDHURY)
DESIGNATION – P.T.T

কবি
তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রকাশকাল - ১৯৪২, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দে।
উৎসর্গ করেছিলেন – কবি সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারকে।
প্রথমে উপন্যাসটির প্রথমাংশ 'প্রবাসী'তে এবং শেষ অংশ পাটনার 'মানসী'তে প্রকাশিত হয়।
মোহিতলাল বলেছেন – 'তারাশঙ্করের এই রচনাটি তাহার শ্রেষ্ঠ রচনা বলিয়া মনে করি।'
চরিত্র – নিতাই, রাজা পামেস্টসম্যান, বেনেমামা, বিশ্বনাথ, ঠাকুরঝি।
এই চরিত্র কটিকে নিয়েই 'কবি' গল্পের সৃষ্টি।
'প্রবাসী'তে যখন গল্প হিসেবে বের হয় তখন সুসুরদলের নামগন্ধ ছিল না।
মনি সমাদ্দারের অনুরোধে শোভাংশু অর্থাৎ বসন্ত ও সুসুরদলের কথা উল্লেখ করে উপন্যাসাকারে 'প্রতীচী' পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের চৈত্র সংখ্যা থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন সংখ্যা পর্যন্ত।

অধ্যায় :- ২১ টি।
হিন্দীতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দে।
ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খ্রীষ্টাব্দে।
তারাশঙ্কর নিজে 'কবি' উপন্যাসের নাট্যরূপ দেন, নাটকে চারটি অঙ্ক।
১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে 'শিল্পতীর্থ'র নির্মল মুখোপাধ্যায় 'কবি' উপন্যাসকে

সাম্রাজ্যালার রূপ দেন, এবং সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। ১৯৪৯ খ্রীষ্টাব্দে 'কবি' চলচ্চিত্র হিসেবে মুক্তিলাভ করে দেবকী ~~অমর~~ কুমার বসুর পরিচালনায়,

আমরা জানি, যে কোন উপন্যাসের শ্রেষ্ঠ ভাষ্যকার স্বয়ং লেখক,

'আমার সাহিত্য জীবন' গ্রন্থে 'কবি' গল্প সৃষ্টির প্রসঙ্গে লেখক জানিয়েছেন - 'কবি' গল্পটির আরম্ভ নিতাইকে নি। নিতাই চরিত্রটি একটি সত্যকার মানুষের ছায়া নিয়ে তৈরী, আমাদের গ্রামের সতীশ ঘোষ ছিল এই ধরনের পাগলা। কবিয়ালঃ গ্রামী মানুষ, কালো আবলুসের মত রং, অল্প- স্বল্প পড়তে পারে, স্টেশনে কুলিগিরি করে আর পেটেভাতে আপন মনে কবিগান গেয়ে বেড়ায়। একদিন সতীশকে দেখলাম, একটা জনশূন্য আমবাগানে আঙ্গুলগুলিকে ঝোপ ধরে নি। একটি হাত কানে দিয়ে, একটি হাত নেড়ে নেড়ে ঈষৎ কুঁজো হয়ে কবিগান করে চলেছে। এই চরিত্রটি নিয়ে আরম্ভ করলা। লেখক আরও জানিয়েছেন এই সতীশের সঙ্গে গল্প করতে করতে পৌঁছে গেলাম স্টেশনে - চায়ের স্টলে। চায়ের স্টলওয়ালার নাম বেলেশ্বর বা বলিক আকুলি, 'কবি' উপন্যাসে বেলেশ্বরের চায়ের দোকানের কথা আছে। আর আছে বিপ্রপদর কথা। যে নিতাইকে কবির বলে সম্বোধন করত। লেখক জানিয়েছেন স্টলে বসে থাকত - আমার বাল্যবন্ধু যাকে প্রায় পঙ্গু দ্বিজপদ 'কবি' বইতে সে-ই বিপ্রপদ। নিতাই এর বন্ধু রাজা বাবেন, স্টেশনের পয়েন্টসম্যান, রাজা লেখকের চোখে দেখা চরিত্র। রাজার নাম রাজা মিস্ত্রী, যে জাতিতে মুসলমান এবং হিন্দী। সে বলে না, রাজা পয়েন্টসম্যান, ঠাকুর কি রাজার সালিকা নয়, সতীশের সঙ্গে তার প্রেম হয় নি। তবে ঠাকুরঝির অস্তিত্ব আছে। তাতে বোনা যায়। কাপড়খানি আঁটোসাঁটো করে বেঁধে আমার দুধের ঘটি নিয়ে বসাসে দুধের জোগান দিতে আসত স্টেশনলাইনের ধার ধরে। সতীশও তার কাছে এক পোয়া দুধ নিত। আড়ে আড়ে সতীশের সঙ্গে তার রহস্যালাপ ~~চলত~~ চলত। যে লেখক নিজের কানে শুনেছে, 'আমার সাহিত্য জীবন' দ্বিতীয় খণ্ডে তারাশঙ্কর বসনু চরিত্রটির সৃষ্টির ক্রম সম্পর্কে জানিয়েছেন, তার বাস্তব অস্তিত্বের কথা।

২ লেখক জানিয়েছেন "আমাদের গ্রামে স্টেশনের ধারে

কোনো মেলা থেকে একদল কুমুর এসে নামল, বড়ো বটতলায় ঘর পাতলে, তাদেরই একটি মেয়ের হল কলেরা। এই মেয়েটির নাম বসন। কিন্তু উপন্যাসে বসনের কলেরা হয়নি, হয়েছে ক্ষয়রোগ, কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে আসে।

কবির গানগুলি কিন্তু সংগ্রহ নয়, গানগুলি লেখকের নিজস্ব সৃষ্টি। শোভিতলাল মজুমদার বলেছেন - এই গানগুলিই কবির প্রানশক্তি।

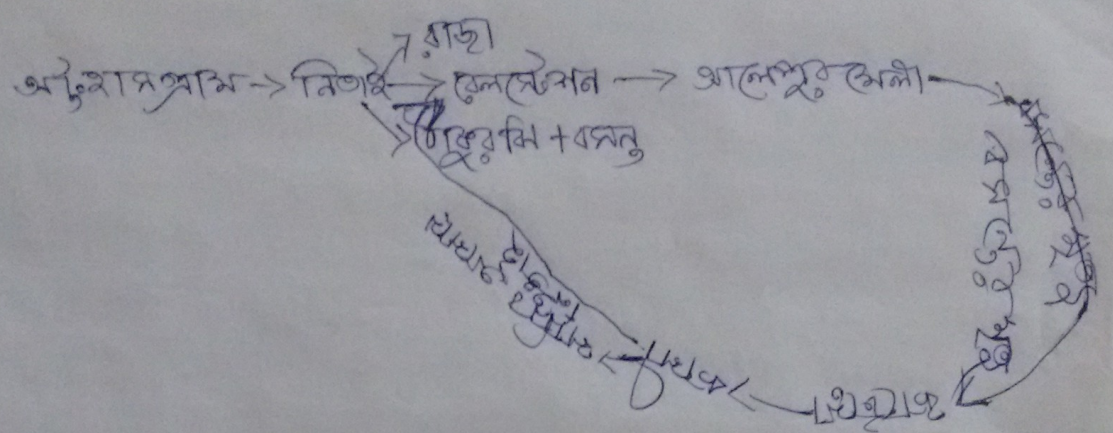

অট্টহাস গ্রামে কবিয়াল নিতাইয়ের শ্রাদ্ধ, নিতাই বংশের দুর্নাম থেকে রক্ষা পেতে চলে আসে রেলস্টেশনে রাজার কাছে। নিতাইয়ের কবিগানের ভক্ত হয়ে ওঠে রাজার বিবাহিতা শ্যালিকা চাকুরমি। বেনেমশায়ের চায়ের দোকানে চলে নিতাইয়ের কবিগানের আলোচনা ও সমালোচনা, নিতাই এর সঙ্গে চাকুরমির ভালোবাসার সম্পর্ক তৈরী হয়, কিন্তু চাকুরমি পরেজ্ঞী, নিতাই চাকুরমিকে ভুলতে এবং লজ্জা থেকে রক্ষা পেতে শোধ নেয় কুমুর দলে আলেপুর মেলায়, সিদ্ধি, খেউর গাওয়ায় অনভ্যস্ত নিতাই বসন্তের কাছে হলে বসন্ত তাকে সজোরে চড় মারে, নিতাই নেমে আসে বাস্তবের মাটিতে, শোনো পারিছেহে নিতাই বসন্তের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, বসন্তের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে সে গাঁটছড়া খুলে গেছে। বসন্তকেন্দ্রিক জীবন নিতাইয়ের [আলেপুর - কাটোয়া] সমাপ্তি ঘটল, কুমুর দল চলে গেল দেশে, নিতাই এল কাশী, কিন্তু কাশীতে নতুন মা কে পেয়েও তার মন বসল না, সে ফিরে এল জন্মভূমিতে। এসে শুনল বিশ্বপতি চাকুরের মৃত্যুসংবাদ, রাজার কাছে শুনল চাকুরমির পাগল হয়ে মৃত্যুর খবর, যেখান থেকে নিতাই কবিজীবন শুরু করেছিল সেখানেই ফিরে এল সে, এভাবেই নিতাই তার জীবনের বৃত্ত সম্পূর্ণ করল।